দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 25 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ১৪ ... কলাম ... ১ ...

বরিশাল : বিএম কলেজের ঝুঁকিপূর্ণ সুরেন্দ্র ছাত্রাবাসে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দায়িত্ব সেরেছে কর্তৃপক্ষ -জনকণ্ঠ

বরিশালে অর্ধশত ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ধসে পড়ার আশঙ্কা

স্টাফ রিপোর্টার, বরিশাল ॥ নগরীর সরকারী বিএম কলেজের সুরেন্দ্র ভবন ছাত্রাবাসে বসবাসরত শিক্ষার্থীদের ঝুঁকিপূর্ণ বসবাসের হাত থেকে রক্ষার জন্য সকল শিক্ষার্থীর পক্ষ থেকে এক ছাত্র মানবিক আবেদন করেছেন। ১৬ জুন জেলা প্রশাসকের 'বরিশাল সমস্যা ও সম্ভাবনা' নামের ফেসবুক পেজে ওই শিক্ষার্থী আবেদন করেন।

সূত্র মতে, আবেদনে উল্লেখ করা হয় দীর্ঘদিন যাবত পরিত্যক্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ সুরেন্দ্র ছাত্রাবাসে তারা অর্ধশতাধিক ছাত্র বসবাস করে আসছেন। ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হলেও বিএম কলেজ কর্তৃপক্ষ ভবনটি ভাঙ্গার বিষয়ে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। বারবার কর্তৃপক্ষের কাছে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনটি ভাঙ্গার অনুরোধ করলেও তারা কর্ণপাত করেননি। অথচ তাদের দায়বদ্ধতা এড়ানোর জন্য রাস্তার পাশের দেয়ালে ঝুঁকিপূর্ণ লেখা সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। বর্ষা মৌসুমে ভবনটি ধসে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে।

ইতোমধ্যে ভবনের অনেকাংশে ফাটল ধরেছে। ঝুঁকিপূর্ণ ভবনটি ভেঙ্গে ফেলার জন্য ছাত্ররা জেলা প্রশাসকের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। ঝুঁকিপূর্ণ সুরেন্দ্র ছাত্রাবাসে বসবাসরত শিক্ষার্থীদের আবেদনের পর অনুসন্ধানে জানা গেছে, নগরীর অর্ধশত ঝুঁকিপূর্ণ ও পরিত্যক্ত ভবনে এখনও মানুষ বসবাস করছে। ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের মধ্যে এক ডজনেরও বেশি ভবনকে সিটি কর্পোরেশন ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে অর্ধ যুগ পূর্বে চিহ্নিত করলেও অদ্যবধি তা ভাঙ্গার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ২০১০ সালে এসব ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ভেঙ্গে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলেও নানা জটিলতার কারণে তা আর বাস্তবায়ন হয়নি। চলতি বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ার পর ঝুঁকি বাড়ছে এসব ভবনের বাসিন্দাদের। অতিবৃষ্টিতে যে কোন সময় ভবন ধসে পড়া ছাড়াও মৃদু ভূমিকম্পে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন নগর বিশেষজ্ঞরা।

সূত্র মতে, নগরীতে দেড়শ বছরের পুরনো ভবন রয়েছে ১৫টি। ভবনগুলো হচ্ছে, সদর রোডের ব্রাহ্মসমাজের বাড়ি, শহীদ আলমগীর ছাত্রাবাস, বিএম কলেজের ছাত্রী হোস্টেল দেবেন্দ্র ভবন, সুরেন্দ্র ছাত্রাবাস, মহিলা কলেজের গোড়াচাঁদ রোড ছাত্রী নিবাসের (কবি সুফিয়া কামাল হল) মূল ভবন, জেলেবাড়ির পোল সংলগ্ন আইনুদ্দিন হাওলাদারের বাড়ি, ফজলুল হক এভিনিউ এলাকার হোটেল বাহাদুর ভবন, বগুড়া রোডের মহালয় নিবাস, ওবায়েদ মঞ্জিল অন্যতম। ভবনগুলোতে বসবাসকারী ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিতদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, নগরীর সদর রোডের শহীদ মিনারের উল্টোদিকে ব্রাহ্মসমাজের বাড়িটির বয়স দেড়শ বছরেরও বেশি। বর্তমানে ওই ভবনে একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় রয়েছে। মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এ ভবনের পার্শ্ববর্তী বাসিন্দারা।